সংবাদ

তারিখ 05 DEC ১৯৯৬
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষানীতি চূড়ান্তকরণের খোঁড়া যুক্তি

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জরুরি ভিত্তিতে এবং যথাসম্ভব দ্রুত একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। অক্টোবর মাসে শিক্ষানীতির একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। এরপর আর কোন অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জাতীয় একটি দৈনিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রধান হিসেবে যে শিক্ষাবিদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল প্রথমে, সম্মত হয়েও পরে তিনি হঠাৎ করে দেশের বাইরে চলে যাওয়ায় কমিটি গঠন স্থগিত হয়ে গেছে এবং এখন পর্যন্ত নতুন একজনকে কমিটির প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাতে চূড়ান্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে বলে ভাবার কোন বাস্তবসম্মত কারণ নেই।

অবস্থাদৃষ্টে মনে করা যেতে পারে আর দশটা কাজের মতই শিক্ষানীতি প্রণয়নও গতানুগতিক কাজ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক দিক-নির্দেশনাসম্পন্ন যুগোপযোগী শিক্ষানীতির অভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে এর গুরুত্ব শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলো বুঝতে পেরেছেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'করি করছি, হবে হচ্ছে' ভাব দেখে মনে হতেই পারে যে, সরকারের শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণাটিকে একটি শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, মিশন হিসেবে নয়। তা না হলে কমিটির প্রধান হিসেবে যার নাম ডাকা হয়েছিল তিনি হঠাৎ বিদেশে চলে গেলেন বলেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা যাচ্ছে না — এই যুক্তি শুধু যে খোঁড়া তাই নয় একেবারেই অবাস্তব এবং অগ্রহণযোগ্য। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রধান হওয়ার মত শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির কি আকাল পড়েছে দেশে? অথবা শুধু একজনেরই কি যোগ্যতা রয়েছে কমিটির প্রধান হওয়ার? তিনি না থাকলে আর কাউকে কমিটির প্রধান করা যাচ্ছে না অথবা করতে বিলম্ব হচ্ছে এরকম অবস্থা মেনে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এমনিতেই শিক্ষাব্যবস্থায় ধারাবাহিক বিপর্যয় শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগগুলোতে যে দুর্নীতি রয়েছে এটা স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে স্বীকার করেছেন। ডিজি অফিস এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে দুর্নীতি শিক্ষা ও প্র্যাকটিসের আখড়া বললেও কম বলা হবে। ভুয়া স্কুল ও ভুয়া শিক্ষকের সঠিক সংখ্যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও জানে না। তবে ভুয়া স্কুল ও শিক্ষক দুটোরই অস্তিত্ব শিক্ষামন্ত্রীই স্বীকার করেছেন। শিক্ষকদের একটি বড় অংশ স্কুল-কলেজে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টারের ব্যবসার প্রতি বেশি মনোযোগী। এই দলের শিক্ষকরা স্কুল ও কলেজগুলোকে তাদের কোচিং ব্যবসার শিকার-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। আধুনিক ও যুগোপযোগী কারিকুলামের অভাবে এবং প্রচলিত মেধাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার ইঁদুর দৌড় শিক্ষাব্যবস্থার মূলে আঘাত করেছে। সর্বোপরি প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা, খাতা দেখা, ভাল নম্বর পাওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে। এই অবস্থা থেকে টেনে না তুলতে পারলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার সেটি শিক্ষামন্ত্রী, মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

বলা হচ্ছে, শিক্ষাখাতে এডিপি'র সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাতটিতে জমে ওঠা হিমালয়সম দুর্নীতি এবং জঞ্জাল সাফ করার সন্তোষজনক উদ্যোগ এখনো দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে অতি দ্রুত শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত করে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু না করলে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকলেও তার যাত্রা হবে উল্টো দিকে। আমরা আশা করব শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজটিকে শ্লোগান বা নতুন সরকারের স্রেফ ঘোষণা হিসেবে না ধরে তার মন্ত্রণালয়ের জরুরি ও প্রধান একটি কাজ হিসেবেই গণ্য করবেন। অজুহাত খাড়া করে শিক্ষানীতি চূড়ান্তকরণে দেরি হওয়া সম্পর্কে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবেন না।